আলবার্ট আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে "ভবিষ্যতের মহাজাগতিক বৌদ্ধধর্ম"

-প্রজ্ঞাশ্রী ভিক্খু

বিগত বছরের মে মাসে বিশ্বের ৩৭টি দেশের সাত হাজার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর মতামত নিয়ে প্রকাশিত এক জরিপ প্রতিবেদন মতে বর্তমান তরুণ প্রজন্মের কাছে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের তুলনায় বিজ্ঞানী, সমাজসেবী ও মানবতাবাদী রাজনীতিবিদরা বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। জরিপে সংখ্যাগরিষ্টতায় গৌতম বুদ্ধের ন্যায় মহানুভব- মহাকারুণিক, যিশু খ্রিস্টের ন্যায় ধর্মযাচক, মাদার তেরেসার মতো সমাজসেবী ও মহাত্মা গান্ধীর মতো মানবতাবাদী রাজনীতিবিদের চেয়েও বিজ্ঞানী আইনস্টাইন অনেকটা এগিয়ে। অথচ, অসাধারণ চিন্তাশক্তির অধিকারী, বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ, নোবেল পুরস্কার জয়ী সেই পদার্থ বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন নিজেই ছিলেন বুদ্ধ প্রেমী! এখানে প্রেমী শব্দটি সাধারণ যে অর্থে অনুরক্ত বুঝায়, সে অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। বুঝানো হয়েছে জ্ঞান প্রেমকে। যিনি যত জ্ঞানী এবং চিন্তা শক্তিতে প্রখর তাঁর অনুধাবন শক্তিও তত বেশী। আর বুদ্ধের ধর্ম, মতাদর্শ তো জ্ঞান নির্ভরই। সেজন্য বুদ্ধের বাণী ছিল- "This doctrine is for the wise people, This doctrine is not for unwise or unintelligent people. এ ধর্মানুশাসন/মতবাদ জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য; এ ধর্মানুশাসন অজ্ঞানী ও নির্বোধের জন্য নয়"।

জ্ঞান, প্রধানতঃ কোন শেখার বিষয় নয়, কিন্তু যা কখনো শেখানো যায় না, সেটাকে পরিষ্কার দেখাটাই জ্ঞান। আর জ্ঞানী মাত্রই বুদ্ধকে, বুদ্ধের প্রতিষ্ঠিত ধর্মকে, মতবাদকে জ্ঞান দিয়ে বিচার-বিবেচনা করেন এবং ঐক্যমত পোষণ করেন যে, বৌদ্ধধর্ম সব সময় যুক্তি ও বাস্তবতার উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম; বৌদ্ধধর্ম অনুশীলনের ধর্ম, আচরণের ধর্ম, দৈনন্দিন জীবন ধারণের (a way of life) ধর্ম, ব্যবহারের ধর্ম এবং বাস্তব দর্শনের ধর্ম। যা অনুধাবন করেছেন বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ, বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনও। তিনি তাঁর অনবদ্য জ্ঞানশক্তি দিয়ে বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করেই ক্ষান্ত হননি, সাথে গবেষণা প্রসূত জ্ঞানে ব্যক্ত করেছেন বৌদ্ধধর্মের বিজ্ঞানভিত্তিক অস্তিত্ব- "If there is any religion that would cope with modern scientific needs it would be Buddhism. যদি পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম থেকে থাকে যা আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চাহিদাকে পূরণ করতে পারবে তবে তা হল বৌদ্ধ ধর্ম"। মহাবিজ্ঞানীর এ বাণীতেই ফুটে উঠে মহামানব বুদ্ধের প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধধর্মের বিজ্ঞানভিত্তিক যৌক্তিকতা।

বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মহাজাগতিক ধর্ম বিশ্লেষণ তত্ত্বেও বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য লক্ষ্যণীয়- "The religion of the future will be a cosmic religion. It should transcend personal God and avoid dogma and theology. Covering both the natural and the spiritual, it should be based on a religious sense arising from the experience of all things natural and spiritual as a meaningful unity. Buddhism answers this description. ভবিষ্যতে ধর্ম হবে এক মহাজাগতিক ধর্ম। এটি ব্যক্তি ঈশ্বর ধারণা অগ্রাহ্য করে এবং (ঈশ্বর কেন্দ্রীক) ধর্মীয় গোঁড়ামী ও ধর্মতত্ত্বকে এড়িয়ে হওয়া উচিত। প্রাকৃতিক ও পারমার্থিক উভয় ধারণার আবরণে, ধর্মীয় অনুভূতির উপর ভিত্তি করে একটি অর্থপূর্ণ একীভূত হিসেবে প্রাকৃতিক ও পারমার্থিক দুই ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে গড়ে তোলা উচিত। বৌদ্ধধর্মই এ বর্ণনার উত্তর"।

একই বিশ্লেষণের অন্য এক বক্তব্যে আবার বলেছেন- "Buddhism has the characteristics of what would be expected in a cosmic religion for the future: It transcends a personal God, avoids dogmas and theology; it covers both the natural and the spiritual, and it is based on a religious sense aspiring from the experience of all things, natural and spiritual, as a meaningful unity. বৌদ্ধধর্মে সে সকল বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যে সকল আমরা ভবিষ্যতের একটি মহাজাগতিক ধর্মে প্রত্যাশা করি: এটি ব্যক্তি ঈশ্বর ধারণা অগ্রাহ্য করে এবং (ঈশ্বর কেন্দ্রীক) ধর্মীয় গোঁড়ামী ও ধর্মতত্ত্বকে এড়িয়ে চলে; এটি প্রাকৃতিক ও পারমার্থিক উভয় ধারণার আবরণে, ধর্মীয় অনুভূতির উপর ভিত্তি করে একটি অর্থপূর্ণ একীভূত হিসেবে প্রাকৃতিক ও পারমার্থিক দুই ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে গড়ে উঠেছে"।

বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের 'অগ্রাহ্য ব্যক্তি ঈশ্বর' ধারণা বৌদ্ধধর্মে স্পষ্ট। বিজ্ঞানের মতো বৌদ্ধদর্শনে অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব নেই। বিজ্ঞান যেমন বিশেষ জ্ঞান পদ্ধতি, যেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতায় প্রাকৃতিক যাবতীয় প্রক্রিয়া প্রমাণ করা হয়; বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনে ব্যাখ্যাত বিষয়গুলোও অনুরূপ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াতেই প্রমাণিত সত্য। বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের মূল 'চতুরার্যসত্য' বুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতা লব্ধ বিজ্ঞান প্রক্রিয়ায় উদ্ঘাটিত হয়েছে। প্রথম আর্য্যসত্য 'দুঃখ', যা অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির সাহায্যে সনাক্ত, অনুভব ও পরিমাপ করা যায়। দ্বিতীয় আর্য্যসত্য 'দুঃখের কারণ', এটি বিজ্ঞানের কার্যকারণ তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। জীবজগতে কোন ঘটনা তার সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া ঘটতে পারে না। দুঃখেরও তেমনি সুনির্দিষ্ট কারণ থাকে। তৃতীয় আর্য্যসত্য 'দুঃখের নিরোধ', উৎপন্ন দুঃখ নিরোধ করা যায়। অর্থাৎ, কার্যকারণ সনাক্ত করা গেলে নিরোধ সম্ভব। চতুর্থ আর্য্যসত্য 'দুঃখ নিরোধের উপায়', অর্থাৎ যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা। এজন্য কোন অদৃশ্য শক্তির এখানে প্রয়োজন নেই। আপন আচরণ ও আত্মশক্তি এখানে মূখ্য। বৌদ্ধধর্মে এ চারি আর্য্যসত্য স্ব-প্রমাণিত ও স্ব-ব্যাখ্যাত। প্রকৃতি জগতে প্রাকৃতিক কার্যকারণ, প্রতীত্য সমুৎপাদ প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়। বিশ্বমন্ডলের সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পর্কেও বৌদ্ধদর্শনও বিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য প্রক্রিয়া অভিন্ন, যেখানে কোন অলৌকিক সত্ত্বার অস্তিত্ব নেই। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের পর জীবিত কিংবদন্তী, বিশ্বের সমকালীন তাত্ত্বিক পদার্থবিদদের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট ইংরেজ তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ স্টিফেন হকিংও সরাসরি বলেছেন- মহাবিশ্ব 'সৃষ্টি'র পেছনে ঈশ্বরের কোন ভূমিকা নেই। মহাবিশ্ব পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম নীতি অনুসরণ করে স্বতস্ফূর্তভাবে তৈরি হয়েছে। মহাবিশ্বের উৎপত্তি এবং অস্তিত্বের ব্যাখ্যায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব একেবারেই অযথা।

প্রাকৃতিক জগতে কিছু বিষয় আছে, বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে বস্তুধর্মী পরীক্ষায় প্রমাণ করা যায়। কিন্তু মনোজগতের সকল বিষয় অনুরূপ পরীক্ষার প্রমাণ সাপেক্ষ নয়। বিশেষ বিশেষ বিষয় সমূহ বিশেষ অভিজ্ঞতায় স্ব-প্রমাণিত হয়ে স্বতঃসিদ্ধ হয়। দাহ্য বস্তুর সঙ্গে আগুনের সংযোগ ঘটলে আগুন জ্বলে আবার জ্বলন্ত আগুনে জল সংযোগ করা হলে আগুন নির্বাপিত হয়। বিষয়গুলি প্রমাণের জন্য বিজ্ঞান গবেষনাগারে সরাসরি পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না; অভিজ্ঞতার নিরিখে গ্রহণযোগ্য। বৌদ্ধদর্শনে ব্যাখ্যাত দর্শন অনুরূপভাবে বুদ্ধের গভীর মননশীল ধ্যানের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য। তাই বুদ্ধ দেশনা করেছেন, "প্রচলিত প্রথা, জনশ্রুতি, পবিত্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ, বিতর্কের ধাঁধায় প্রমাণিত হয়েছে বলে, ভাবাবেগ বশতঃ কোন বিষয় গ্রহণ করো না; বরং যা কুশল, ফলদায়ী, যা জ্ঞানী ব্যক্তি কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে এবং যা অনুশীলনে প্রকৃত সুখশান্তি লাভ হয়, তা-ই অনুসরণ করো"। কারণ, "অত্তাহি অত্তানো নাথো, কোহি নাথো পরোসিযা - তুমিই তোমার ত্রাণকর্তা, অন্যকেউ নয়"।

এই পর্যালোচনা থেকে বোঝা যায়, বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন কোনো বস্তুবাদী বিজ্ঞানের শাখার গোত্রীভুক্ত না হলেও এই জীবন দর্শন বুদ্ধের ব্যক্তিগত সাধনা ও অভিজ্ঞতালব্ধ বিজ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিয়ায় প্রমাণিত। এই প্রসঙ্গে এই যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের উপরোক্ত 'cosmic religion' তত্ত্ব উল্লেখ্য। এ তত্ত্ব মতে, এখানে কোন অলৌকিক সত্ত্বা কিংবা তাত্ত্বিক কল্প কাহিনী থাকবে না। প্রাকৃতিক বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদের অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে এটি হবে অভিন্ন জীবনদর্শন। বৌদ্ধদর্শন মূলতঃ অনুরূপ চিন্তাধারার জীবন দর্শন। সাম্প্রতিক যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের বৌদ্ধদর্শন সম্পর্কে এই মূল্যায়ন তাই প্রণিধানযোগ্য।

যবনিকা টানার পূর্বে মহাবিজ্ঞানীর সাথে সহমত পোষণ করে লিখছি- যদি আমরা বিশ্বকে উন্নত করতে চাই আদর্শ ব্যতীত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে এটি সম্ভব নয়। মানবতার কল্যাণে বিজ্ঞান যতটুক করেছে "বুদ্ধ" তার চেয়েও অধিক করেছেন। আমাদেরকে মানবিক হৃদয় দিয়ে শুরু করতে হবে সাথে থাকতে হবে বিবেক এবং শুধুমাত্র মানবজাতির নিঃস্বার্থ সেবার মধ্যদিয়ে বিবেক ও মূল্যবোধ উদ্ভাসিত হয়। এছাড়া, একজন মানুষ 'ইউনিভার্স/মহাবিশ্ব' নামে পরিচিত সামগ্রিকতার অংশ যা কাল এবং স্থানের মাঝেই সীমাবদ্ধ। মানুষ নিজেই নিজের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা নেয়; তার চিন্তা এবং অনুভূতি অন্য সবকিছুর চাইতে আলাদা কিছু – যা তার সচেতনতার এক ধরনের দর্শনযোগ্য নিজের মত করে গড়ে তোলা ছায়াপরিবেশ। অতত্রব, 'আত্মদীপ ভব' নিজেকে প্রজ্জ্বলিত করো। তুমি নিজেই নিজের আলোকবর্তিকা হও, কেননা তোমার প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টিই একমাত্র তোমাকে ভূত-অভূত, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা দিতে সক্ষম।

লেখক: সহকারী সম্পাদক, বিবর্তন। লন্ডন প্রবাসী